Please check the examination details below before entering your candidate information

Candidate surname	Other names

Centre Number | Candidate Number

Pearson Edexcel International GCSE (9–1)

Time 2 hours 30 minutes

Paper reference **4BA0/01**

Bangla

PAPER 1: Reading, Writing and Translation

You do not need any other materials.

Total Marks

Instructions

- Use **black** ink or ball-point pen.
- **Fill in the boxes** at the top of this page with your name, centre number and candidate number.
- There are **three** sections you must answer:
  – Section A Questions 1–4
  – Section B Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c)
  – Section C Question 7.
- Answer the questions in the spaces provided
  – there may be more space than you need.
- You must **not** use a dictionary.

Information

- The total mark for this paper is 100.
- The marks for **each** question are shown in brackets
  – use this as a guide as to how much time to spend on each question.

Advice

- Read each question carefully before you start to answer it.
- Check your answers if you have time at the end.
- Good luck with your examination.

Turn over ▶

P61963A
©2021 Pearson Education Ltd.
1/1/1/1/1/

P 6 1 9 6 3 A 0 1 2 0

Pearson

SECTION A: READING

Answer ALL questions.

Write your answers in the spaces provided.

Multiple-choice questions must be answered with a cross in a box ☒. If you change your mind about an answer, put a line through the box ☒ and then mark your new answer with a cross ☒. Open-response questions do not have to be written in full sentences and you may respond using single words or phrases.

1 নন-ফিকশন বইমেলা সম্বন্ধে নিচের লেখাটি পড়ো। শব্দ তালিকা থেকে প্রতিটি বাক্সে সঠিক শব্দের অক্ষরটি বসাও।

নন-ফিকশন বইমেলা

ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের ব্যবসা শিক্ষা অনুষদ কতৃক আয়োজিত এক নন-ফিকশন বইমেলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যবসা ও নন-ফিকশন বইয়ের পরিচিতি ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। এই মেলার উদ্বোধন করেন ব্যবসা অনুষদের প্রধান। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগনসহ দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় প্রকাশকরা বাঙালি তরুণ লেখকদের লেখা নন-ফিকশন বইয়ের প্রদর্শনী করেন। পাঠকরা কতোগুলো বই পড়েছে তার ওপর একটি জরিপও তাদেরকে করতে বলা হয়েছে। পাঠকরা কতোগুলো বই পড়েছে, একটি টিক-চার্ট পূরণ করে তা তারা লিখে রেখেছে। সবার সেরা পাঠককে একজন প্রকাশকের সাথে যোগ দিয়ে পরের বছরে প্রকাশনা কাজে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তরুণ পাঠকদের জন্য আরও ছিলো বই রিভিউ-এর একটি প্রতিযোগিতা। আগ্রহী প্রতিযোগীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন তাদের সম্প্রতি পড়া বইয়ের রিভিউ করে। যে সবার চেয়ে ভালো রিভিউ করেছে তাকে তার প্রিয় লেখকের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

A উৎসাহ	**B** উৎসব	**C** শিক্ষক	**D** ব্যবসায়ী
E বইমেলা	**F** অভিজ্ঞ	**G** কর্মচারী	**H** সাক্ষাত
I সুযোগ	**J** প্রদর্শন	**K** উদ্বোধন	**L** প্রতিযোগিতা
M বিজয়ী			

উদাহরণ:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় ... ।	E
1 (a)	মেলার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় ... দেওয়া।	
1 (b)	মেলার ... করেন ব্যবসা অনুষদের প্রধান।	
1 (c)	মেলায় শিক্ষকরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন নামকরা ... ।	
1 (d)	সবার সেরা বইপাঠককে প্রকাশনায় কাজ করার ... দেওয়া হয়েছে।	
1 (e)	পাঠকদের জন্য সেখানে বই রিভিউ লেখার একটি ... ও ছিলো।	
1 (f)	সবার সেরা রিভিউ যে লিখেছে সে বইয়ের লেখকের সাথে ... করার সুযোগ পেয়েছে।	

(Total for Question 1 = 6 marks)

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

2 ‘প্রযুক্তির ব্যবহার’ সম্বন্ধে নিচে দেওয়া তিনজন তরুণ-তরুণীর লেখাগুলো পড়ো এবং সঠিক বাক্সে ☒ চিহ্ন দিয়ে সঠিক নাম/নামগুলোর সঙ্গে বাক্যগুলো মেলাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের সঙ্গে নামের মিল না-ও থাকতে পারে।

প্রযুক্তির ব্যবহার

মিজান

আমি ঢাকা কলেজে এ-লেভেল পড়ছি। প্রতিটা ক্লাশেই ছাত্রছাত্রীর ভিড়। শিক্ষকরা প্রত্যেক লেসনেই পড়ানোর পর একগাদা হোমওয়ার্ক দিয়ে চলে যান। বাড়ি ফিরে তাই লেখাপড়ার কাজ শেষ করার জন্য ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তাছাড়া ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য গবেষণা করি। এতে হোমওয়ার্ক শেষ করতে আমার সাহায্য হয়। এতে অতিরিক্ত শেখার জন্য আমাকে ব্যয় করতে হয় না, আমার লেখাপড়ার খরচও কমে।

কাজল

আমার বাবা-মা দুজনেই চাকরী করেন। বাড়িতে ফেরেন অনেক রাতে। সপ্তাহান্তেও তাঁদের সঙ্গ আমি বিশেষ পাই না। মা আমাকে একটা দামী মোবাইল দিয়েছেন। সেটাই আমার নিত্যদিনের সঙ্গী। আমি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করি ও ছবি পাঠাই। এমনকি অনলাইনে আমি আমার সব খাবার অর্ডার দেই কারণ রান্না করতে আমার একদম ভালোলাগে না। আমার বইপত্র ও জামা-কাপড়ও আমি আমার ফোন দিয়ে কিনি।

রাহুল

একবিংশ শতাব্দির আধুনিক প্রযুক্তিকে আমরা আলিঙ্গন করে এর গুণাগুণগুলোকে উপভোগ করছি। বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে তার খবরাখবর ও তথ্য আমরা প্রতিদিন পাচ্ছি ইন্টারনেটে আর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। বন্ধুদের সাথে ছবি আদান-প্রদান করি ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়মিত আমার ব্যক্তিগত তথ্য আপডেট করি। আমি ব্লগেও লিখি এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর ওপর মতামত বিনিময় করি।

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

		মিজান	কাজল	রাহুল
উদাহরণ:	আমি লেখাপড়ার জন্য ল্যাপটপ ব্যবহার করি।	☒	☐	☐
A	আমি অনলাইনে খাবার ও বই কিনি।	☐	☐	☐
B	আমি অনলাইনে দরকারি তথ্য খুঁজি।	☐	☐	☐
C	আমি সামাজিক যোগাযোগের মাধমে ছবির আদান-প্রদান করি।	☐	☐	☐
D	আমি মোবাইল ফোনে প্রচুর সময় কাটাই।	☐	☐	☐
E	আমার ব্লগে আমি মতামত লিখি।	☐	☐	☐
F	আমি নতুন প্রযুক্তির সুফল পুরোপুরি উপভোগ করি।	☐	☐	☐

(Total for Question 2 = 8 marks)

3 মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ সম্বন্ধে নিচের নিবন্ধটি পড়ো। **বাংলায়** নম্বর অথবা শব্দ/শব্দমালা দিয়ে নোটগুলি পূরণ করো।

মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ

মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ-২০১৯ এর বিজয়ী হয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রী মাহেরা আক্তার মিমি। গত বুধবার রাতে বাজধানী ঢাকার বসুন্ধরা মিলনায়তনে জমকালো আনুষ্ঠানিকতায় তাঁর মাথায় মুকুট পরিয়ে দেন সাবেক মিস ইউনিভার্স ও বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন।

বাংলাদেশে মিস ইউনিভার্স এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো। সম্প্রতি ফেইস অব বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এটাই মিমির বিরাট সাফল্য। এর আগে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০১৮-তে অংশ নিলেও সেরা দশে তিনি আসতে পারেননি। তবে বিজয়ী হিসেবে বর্তমানে তিনি প্রতিযোগিতার সেরা দশজন সহ একটি চক্ষু শিবিরে চোখের অস্ত্রোপচারে সাহায্য করছেন। তাছাড়া দেশে সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে আন্দোলন করছেন। তাঁর ইচ্ছা, অদূর ভবিষ্যতে তিনি তাঁর চ্যারিটি কাজের মাধ্যমে দেশসেবা করবেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে তিনি সাহায্য করতে চান।

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আসতে মিমিকে যুদ্ধ করতে হয়েছে কারণ তাঁর বাবা-মা প্রথমে এই ব্যাপারে মোটেই সহায়ক ছিলেন না। অবশ্য তাঁর সাফল্যে বাবা-মা এখন তাঁকে নিয়ে গর্ব করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ইচ্ছা মিমি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করবে যাতে সাধারণ লোকজনকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়।

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

উদাহরণ: মিস ইউনিভার্সের নাম: **মাহেরা আক্তার মিমি**

(a) মিস ইউনিভার্সের লেখাপড়া: .... **(1)**

(b) তিনি বিজয়ী হন: .... **(1)**

(c) তাঁর অভিষেক: কোথায় হয় .... কে করে .... **(2)**

(d) ২০১৮ সালে তিনি: .... **(1)**

(e) সুস্মিতা সেনের পরিচয়: .... আর .... **(2)**

(f) বর্তমানে মিমির কাজকর্ম: .... আর .... **(2)**

(g) মিমির বিজয়পথের শুরুতে তাঁর বাবা-মায়ের সমর্থন: .... **(1)**

(h) মিমির ভবিষ্যত নিয়ে বাবা-মায়ের আশা .... আর .... **(2)**

(Total for Question 3 = 12 marks)

4 (a) নিচে দেওয়া **আঁকতে আঁকতে ছড়াকার** গল্পের অংশবিশেষ পড়ো।

আঁকতে আঁকতে ছড়াকার

এইমাত্র একটা ঘুড়ি বাকাট্টা হতে দেখলাম আকাশে। দেখামাত্র ছাদ থেকে খালি পায়ে শুধু গেঞ্জি আর প্যান্ট পরে ছুটতে শুরু করলাম ঘুড়ির পেছনে ওটা ধরার জন্য। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের সামনে হঠাৎ একজন লোক শক্ত করে আমার হাতটা ধরে আমাকে থামালেন, "এই ছেলে, ওরকম করে ছুটছো কেন?" বিরক্ত হয়ে আমি তাঁর দিকে তাকালাম কারণ ঘুড়িটা ইতিমধ্যে ধরা দিলো অন্য একটা ছেলের হাতে। তিনি বললেন, "তোমাদের বাসা কোনটা? তুমি কি ছবি আঁকতে পারো?" আমি বললাম, "হ্যাঁ পারি, এবারে ছাড়ুন!"

লোকটি বললেন, "এই স্কুলে সপ্তাহে দুদিন ছবি আঁকার ক্লাশ হয়। তোমার বয়সী ছেলেমেয়েরা এখানে আছে। ইচ্ছে হলে তুমিও আসতে পারো। আমরা রাবার আর পেন্সিল ছাড়া আঁকার সব সরঞ্জাম দিই। ঘুড়ির কথা সব ভুলে গিয়ে আমিতো অবাক! জানতে চাইলাম, "কতো লাগবে?" লোকটি বললেন, "টাকাপয়সা লাগবে না। তুমি শুধু ছবি আঁকতে এলেই খুশি হবো।" খুশিতে টইটম্বুর হয়ে আমি বললাম, "হ্যাঁ আসবো।"

তিনি বললেন, "তাহলে বাড়ি গিয়ে কাপড় বদলে এসো। আমি তাই করলাম। স্কুলে পৌঁছতেই ভদ্রলোক আমাকে আদর করে বসালেন ছবি আঁকার ক্লাশে। তিনি সবার পরিচিত কচি-কাঁচা পত্রিকার দাদাভাই। শুরু হলো আমার ছবি আঁকা। কয়েকটা পুরস্কারও পেলাম। কচি-কাঁচায় আমার আঁকা কতোগুলো ছবি ছাপা হলো। পাশাপাশি ছাপা হতো অন্যান্যদের ছড়া, কবিতা ও গল্প। সেগুলো পড়ে হঠাৎ সাহস করে লিখে ফেললাম আমার জীবনের প্রথম ছড়া। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমি দাদাভাইয়ের কাছে সেটা পোস্ট করলাম। দাদাভাই পরের সপ্তাহেই ছাপালেন ছড়াটা। সেদিন আমার ছড়াটা না ছাপালে আজ আমি ছড়ালেখক হতে পারতাম না।

গল্পটিতে যে-সব তথ্য রয়েছে তা ব্যবহার করে **বাংলায়** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তোমার উত্তর সম্পূর্ণ বাক্যে লেখার প্রয়োজন নেই।

(i) লেখক ছাদ থেকে কেন দৌড়ালেন? দুটি কারণ লেখো। **(2)**

....

....

(ii) একজন লোক তাঁকে থামানোর পর লেখকের মনের অবস্থা কেমন ছিলো? **(1)**

....

(iii) লেখক ছবি আঁকা সম্বন্ধে ভদ্রলোকের কাছ থেকে কী কী তথ্য পেলেন? তিনটি বিষয় লেখো **(3)**

....

....

....

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

(iv) তথ্য পেয়ে লেখক কীভাবে তাঁর মনের অবস্থা প্রকাশ করলেন?

(1)

....

(v) ছড়াকার হতে দাদাভাই লেখককে কীভাবে সাহায্য করলেন? তিনটি বিষয় লেখো।

(3)

....

....

....

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

4 (b) *আঁকতে আঁকতে ছড়াকার* বিষয়ে আলোচনাটি পড়ে **বাংলায়** প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুইজন বন্ধু 'আঁকতে আঁকতে ছড়াকার' লেখাটি আলোচনা করছে।

নিলয়: "আঁকতে আঁকতে ছড়াকার কথাটা সত্যিই কাব্যিক। ছবি আঁকার উৎসাহ থেকে ছড়াকারে লেখকের পদচারনার কথাগুলো আমি আমার হৃদয় দিয়ে অনুভব করছি। লেখকের ঘুড়ির পেছনে দৌড়ানো, ঘুড়িটা ধরতে না পারার হতাশা আমাকে আমার শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। তাছাড়া ছবি আঁকায় তাঁর উৎসাহ ও ছড়া লেখার কৌতূহল - এ যেন আমারই ফেলে আসা দিনগুলোর মতো। সঠিক পথ প্রদর্শকের অভাবে অনেকেই পথ হারায়, সঠিক পথে চলতে ব্যর্থ হয়। এসব ভেবে আমি মাঝেমাঝে বেশ হতাশ হয়ে পড়ি। তবে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে লেখকের ছবি আঁকা থেকে ছড়াকারে পদার্পণে প্রতিপদে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সহায়তা। জীবনে কোনো কাজে সফল হতে হলে বাবা-মায়ের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রভাব ও সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন হয়। লেখকের ভাগ্যটা ভালোই তাই স্বনামধন্য কচি-কাঁচার দাদাভাইয়ের কল্যাণে ও সহায়তায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। কিন্তু সবার ভাগ্য এমন নয়।"

সুমনা: "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তবে আমি ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে দেখছি ও যাচাই করছি। আমি মনে করি, জীবন গড়ার জন্য কোনো বিশিষ্টজনের অহেতুক সাহায্য ও পথ প্রদর্শনের বিশেষ প্রয়োজন নেই। বাড়িতে বাবা-মায়েরা যদি সন্তানদের সঠিক লালন-পালন করেন ও অনুশাসনে ওরা বেড়ে ওঠে তাহলে ওরা নিজ নিজ জীবন গড়ার প্রেরণা পাবে। তাছাড়া স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপদেশ ও পরামর্শ বড়ো হয়ে ছেলেমেয়েদের সঠিক পথ বেছে নিতে অনেকাংশে সহায়ক হয়। তবে পরীক্ষায় পাশ না করেই অনেক ছেলেমেয়ে বাবা-মায়ের অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে সহজে তাদের জীবন গড়তে পারে, ধাপে ধাপে বাধা অতিক্রম করে বা নিজ নিজ যোগ্যতার বলে নয়। তবে এটাও ঠিক যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের জন্য সঠিক পথনির্দেশের অভাব, নিজেদের অক্ষমতা ও আর্থিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে বিপথে চলে যাওয়া বা ভেঙে পড়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

(i) নিচের বিষয়গুলোর ওপর প্রথম বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:

- জীবন গড়ায় অসফলতার কারণ

(1)

- জীবন গড়ায় পথ প্রদর্শকের প্রভাব

(1)

....

....

(ii) নিচের বিষয়গুলোর ওপর দ্বিতীয় বন্ধুর মন্তব্য সংক্ষেপে লেখো:

- জীবন গড়ার জন্য পরিস্থিতির প্রভাব

(1)

- পথনির্দেশের গুরুত্ব

(1)

....

....

(Total for Question 4 = 14 marks)

TOTAL FOR SECTION A = 40 MARKS

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA DO NOT WRITE IN THIS AREA

SECTION B: WRITING

Answer Question 5 and **either** Question 6(a) **or** 6(b) **or** 6(c).

Write your answers in the spaces provided.

5

স্কুলের শেষ দিন

তোমার প্রস্তুতি

কী কী করেছিলে

স্মরণীয় ঘটনা

দিনের শেষে তোমার অনুভূতি

স্কুলের শেষ দিন সম্পর্কে **বাংলায়** প্রায় ৮০ শব্দের মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ লেখো। তোমার লেখায় উপরে দেওয়া চারটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করবে।

(Total for Question 5 = 14 marks)

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

6 **নিচের** তিনটি কাজ থেকে যেকোনো একটি কাজ বেছে নিয়ে তার ওপর **বাংলায়** প্রায় ১৪০ শব্দের মধ্যে লেখো।

(a) **কাজ ১**

বাংলাদেশের বড়ো বড়ো শহরগুলোতে লোকজন প্রতিদিন কীভাবে যাতায়াত করে তার ওপর বাংলা পত্রিকার জন্য একটি নিবন্ধ লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- সরকারি যানবাহনে সাম্প্রতিক পরিবর্তন
- যানজটের প্রভাব
- যানজট কমাতে তোমার পরামর্শ

(26)

(b) **কাজ ২**

হ্যালো তাহির,

আমাদের স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা মাত্র শেষ হলো। তুমি গত বছরে আমার শহরে বেড়াতে এসেছিলে, তাই আমিও আশা করছি তোমার সাথে তোমার শহরে কিছুটা সময় কাটাবো। তোমার বাড়ি ও শহর সম্বন্ধে আমি আরও জানতে চাই।

শিহান

শিহান যে বার্তাটি পাঠিয়েছে এর জবাবে তুমি তাকে একটি ই-মেইল লেখো।
এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- শিহানের শহরের যে জায়গাটি তোমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো
- তোমার বাড়ি ও সেখানে থাকার ব্যবস্থা
- স্থানীয় খাবার ও রেস্টুরেন্টসমূহ

(26)

(c) **কাজ ৩**

পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য ছাত্রছাত্রীদের ওপর কোচিং সেন্টারগুলোর প্রভাব সম্বন্ধে তুমি একটি ব্লগ লেখো। এতে তুমি অবশ্যই উল্লেখ করবে:

- কোচিং ক্লাশে কী কী কারণে তুমি যোগ দাও
- এসব কোচিং সেন্টারের সুবিধা ও অসুবিধা
- প্রতিদিনের জীবনে এর প্রভাব

(26)

Indicate which question you are answering by marking a cross ☒ . If you change your mind, put a line through the box ☒ and then indicate your new question with a cross ☒ .

☒ **Question 6(a)** ☒ **Question 6(b)** ☒ **Question 6(c)**

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 6 = 26 marks)

TOTAL FOR SECTION B = 40 MARKS

SECTION C: TRANSLATION INTO BANGLA

Write your answer in the space provided.

7 নিচের লেখাটি **বাংলায়** অনুবাদ করো।

Bangladesh has made remarkable progress in reducing poverty, supported by sustained economic growth. It has reduced poverty by thirty three percent in the last two years. Rapid growth enabled Bangladesh to reach the lower middle-income country status in 2015.

The economic growth has rapidly increased the demand for energy, transport and urbanisation. Bangladesh still faces challenges with millions of people living below the poverty line. So, with the right policies and timely action, the country can move up within the middle-income bracket.

(20)

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

(Total for Question 7 = 20 marks)

TOTAL FOR SECTION C = 20 MARKS
TOTAL FOR PAPER = 100 MARKS

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA
DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

DO NOT WRITE IN THIS AREA

BLANK PAGE

Source information

Question 2
Image no. 92677258 – © shekhardino/Getty Images
Image no. 486733950 – © CreativaImages/Getty Images
Image no. 1025675134 – © Deepak Sethi/Getty Images